দৈনিক ইত্তেফাক

20 APR 2008

সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা শিক্ষক সমিতি শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে

উচ্চ মাধ্যমিক থেকে সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার দাবি

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় থেকে সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয় বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা না হলে আইনের আশ্রয় নেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষক নেতৃবৃন্দ। নেতৃবৃন্দ জানান, এই সিদ্ধান্তের ফলে সরকারি-বেসরকারি ২ হাজার কলেজের অধ্যয়নরত লক্ষাধিক শিক্ষার্থী ছাড়াও দুই হাজার শিক্ষক ও তাদের পরিবারে অন্ধকারের কালো ছায়া নেমে আসবে। শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা শিক্ষক সমিতি আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বিষয়টি বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানান। তারা অভিযোগ করেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন যৌক্তিকতা উল্লেখ করেনি।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে সমিতির সভাপতি ঢাকা সিটি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক মিফতাহ্ উদ্দিন আহমদ বলেন, ১৯৬৫ সাল থেকে প্রচলিত উচ্চ মাধ্যমিক শর্টহ্যান্ড ও টাইপ লিখনকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা পরিমার্জন করে ১৯৯৮ সালে উচ্চ মাধ্যমিক সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা নামকরণ করা হয়। ২০০৪ সালে টাইপ লিখন অংশের পরিবর্তে কম্পিউটার সংযোজন করা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অফিসে প্রায় ৫০ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী দক্ষতার সঙ্গে চাকরি করছেন। এছাড়া বিদেশে প্রতিবছর কয়েক হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়ে থাকে। মিফতাহ্ উদ্দিন আহমদ আরো বলেন, সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা একটি কর্মমুখী শিক্ষা যা দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ায় এবং বেকারত্ব হ্রাস করে। ভারত, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশেও দক্ষ অফিস সচিব তৈরির জন্য সেক্রেটারিয়েল সাইন্স বিষয় রয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বলেন, সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয় সংশোধন, পরিমার্জন বা আধুনিক করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। কিন্তু শিক্ষা সম্প্রসারণ না করে সংকোচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ যুক্তিসঙ্গত নয়। তারা জানান, ইতিমধ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড চেয়ারম্যান, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা ও সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শিক্ষকদের দাবি তুলে ধরা হবে। ইতিমধ্যে কলেজ অধ্যক্ষদের মারফত সংশ্লিষ্ট মহলে এই বিষয়ে আবেদন পাঠানো শুরু হয়েছে বলেও জানানো হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে সমিতির সাধারণ সম্পাদক ঢাকা কমার্স কলেজের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ ইউনুছ হাওলাদার ছাড়াও দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন।